দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 16 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2.....

বিনামূল্যে বই ঃ বিতরণ শুরু হয়েছে কিন্তু ছাপার কাজই শেষ হয়নি

।। সালাম জুবায়ের ।।

নির্ধারিত সময়ের পর প্রায় দু' সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের বই ছাপা এখনো শেষ হয়নি। ফলে সারাদেশে অসংখ্য কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর হাতে সময়মতো পাঠ্যবই তুলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেছে। ধূমধাপ করে বই বিতরণ কার্যক্রমও শুরু করে দেয়া হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। এসব বই উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে ছাপানো হয়। এরপরও প্রায় সাড়ে ৫ কোটি বই উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। কথা ছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড টেন্ডারদাতা প্রেস মালিকদের কাগজ সরবরাহ করবে, সে কাগজে বই ছেপে প্রেস মালিকরা তার জন্য নির্ধারিত স্থানে থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে বই পৌঁছে দেবেন। নিয়ম অনুযায়ী নভেম্বর মাসে বই ছাপা শুরু এবং পর্যায়ক্রমে তা সরবরাহ করার কথা। ছাপা শেষ করে সব বই ৩১শে ডিসেম্বর ('৯৮)-এর মধ্যে নির্ধারিত স্থানে জমা দেয়ার শর্ত ছিল টেন্ডারে। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর তো দূরের কথা মধ্য জানুয়ারি পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায় কিন্তু বই ছাপা শেষ হয়নি। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরে এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় খবরা খবর ছাপা হয়। কিন্তু তাতেও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। সময়মতো বই ছাপা শেষ করতে কোন জরুরি ব্যবস্থা হাতে নেননি বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

এসব বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে নানা রহস্য বেরিয়ে আসে। দেখা যায় বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার রহস্যজনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিকল্পনাই সময় মতো এই ছাপা শেষ না হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রথমত, টেন্ডারদাতাদের প্রায় দেড় মাস দেরিতে কার্যাদেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ছাপার জন্য দেয় ম্যাটেরিয়েল (পজিটিভ) সময়মতো দেয়া হয়নি। এক সময় পজিটিভ দেয়া হলেও কাগজ সরবরাহ নিয়ে নানা ঘাপলা করা হয়। কার্যাদেশ দেয়ার পর কাগজ সরবরাহ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। একসাথে সব কাগজ না দিয়ে দফায় দফায় কাগজ দেয়া হয় প্রেস মালিকদের। এতে ছাপার কাজও পিছিয়ে যেতে থাকে। এমনকি বই ছাপা শেষ করার নির্ধারিত দিন ৩১শে ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলে ছাপার কাগজ সরবরাহ শেষ করা হয়নি। এখনো ৬/৭ শতাংশ কাগজ সরবরাহ করা হয়নি।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, এবার বই ছাপা শেষ করার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর নির্ধারণ করলেও সে তারিখে যে বই ছাপা শেষ হবে না তা বোর্ড কর্মকর্তারা ভালোভাবে জানেন। সূত্রটি জানায়, বই ছাপার কাগজ তৈরি করছে কর্ণফুলী কাগজ কল। তাদের সাথে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কথা অনুযায়ী তারা (মিল কর্তৃপক্ষ) কাগজ সরবরাহ শেষ করবে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। অর্থাৎ প্রেস মালিকরা বই ছাপার জন্য কাগজের সর্বশেষ সরবরাহ পাবেন জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। জানুয়ারি মাসে কাগজ পেয়ে সে কাগজে বই ছাপা ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে কিভাবে?

সময়মতো বই ছাপা শেষ না সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রেস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম এই প্রতিনিধিকে বলেন, এখনো কাগজ সরবরাহ করা শেষ হয়নি, কাজেই আমরা ছাপা শেষ করবো কি দিয়ে? তিনি কয়েক জন প্রেস মালিকের নামোল্লেখ করে বলেন, যাদেরকে সময়মতো কাগজ সরবরাহ করা হয়েছে তারাও সময়মতো (৩১শে ডিসেম্বরের আগেই) বই ছেপে শেষ করে বিভিন্ন স্থানে জমা দিয়েছেন।